অনুতাপ

"(হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

- আয-যুমার, আয়াতঃ ৫৩

এ আহ্বান তাদের জন্য যারা তাদের নফসের করা অত্যাচারের গোলামীতে ডুব দিয়েছে, যারা স্ব স্ব আত্মার কামনা বাসনার মধ্যে আটকে রয়েছে। এ আহ্বান সেই সকল ক্বলবের প্রতি যারা দুনিয়া নামক এ সাগরে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, যারা দুনিয়া নামক সাগরের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে, এবং সেই সাগরের ঢেউ- এ দলিত মথিত হচ্ছে।

ওঠো! উঠে আসো মুক্ত আকাশের নীচে,সাগর নামক জেলখানা পিছনে ফেলে তোমার বাস্তব জীবনে। স্বাধীনতায় উঠে আসো। উঠো এবং তোমার জীবনে তুমি ফেরত আসো। তোমার মৃত নফসকে পিছনে ফেলে সামনে আসো। তোমার হৃদপিণ্ড (ক্বলব) আগের থেকে আরো শক্তিশালী, আরো বিশুদ্ধ হয়ে বেচে উঠবে।

তওবার মার্জনা কি আমাদের হৃদয়কে আগের থেকে আরো বেশি বিশুদ্ধ করে না? পাপ দিয়ে সেলাই করা পর্দাকে ছুড়ে ফেলে দাও- তোমার এবং তোমার স্বাধীনতার মধ্য থেকে, তোমার এবং আলোর মাঝ থেকে, তোমার এবং আল্লাহর মাঝখান থেকে। পর্দা সরাও এবং উঠে আসো। তুমি তোমার দিকে ফিরে আসো। যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানে ফিরে এসো। ঘরে ফিরে এসো।

মনে রেখ, যখন সমস্ত দরজা তোমার মুখের সামনে বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন একজন তার দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা রাখেন। সব সময় খোঁজ- খোঁজ করো সেই সত্বাকে, তিনি তোমাকে নিষ্ঠুর ঢেউয়ের মাঝ থেকে তুলে নিয়ে সূর্যের আলো দেখাবেন, দয়া ভরা মনে। এই পৃথিবী তোমাকে ততক্ষন পর্যন্ত ভাংতে পারবে না যতক্ষন না তুমি তাকে অনুমতি দিবে। এবং তোমাকে পোষণ করতে পারবে না যদি না তুমি তার হাতে তোমার জীবনের চাবি তুলে না দাও,

যতক্ষন না তুমি তোমার হৃদয়ে জায়গা দাও। আর তাই, তুমি যদি সেই চাবিগুলো কিছু সময়ের জন্য দুনিয়ার হাতে দিয়ে থাকো তাহলে সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে এসো। এখানেই সব শেষ নয়। তোমাকে এখানে মরতে হবে না। তোমার হৃদয় পুনরুদ্ধার করো এবং সেটা তার সঠিক মালিকের হাতে তুলে দাও- তুলে দাও আল্লাহ হাতে।

তাওবাহ অর্থাৎ অনুতাপের এবং আল্লাহ সুবহানাহু'তায়ালার দিকে ফিরে আসার মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক এবং শক্তিশালী ব্যাপার রয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে হৃদয়কে ঔজ্বল্য করা, মসৃণ করা, মার্জিত করা । এ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক বিষয় হল এটি কেবল পরিষ্কার করে না। এটি কোন বস্তুটিকে নোংরা হওয়ার আগের অবস্থার তুলনায় আরও বেশি চকচকে করে তোলে। তুমি জীবনে যখন পিছলে পড়বে এবং তারপর যখন বুঝ আসার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহর দিকে ফিরবে তখন তুমি এত বেশি ধণী হবে যে সেটা পিছলে না পড়লে সম্ভব হতো না। কখনো কখনো পিছলে পড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসার মধ্যে এত জ্ঞান এবং বিনয় থাকে যে সেটা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) লিখেছেনঃ "একজন সালাফ (ধর্মপরায়ণ পূর্বসূরি) বলেছেন: "প্রকৃতপক্ষে একজন বান্দা একটি গুনাহ করলো এবং সেই জন্য সে জান্নাতে গেলো; আরেকজন নেক আমল করলো কিন্ত সে জন্য সে জাহান্নামে গেল।"

তাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ সেটা কিভাবে সম্ভব? যে লোকটি গুনাহ করেছিলো সে সারাক্ষন সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলো, তার ভয় করতে লাগলো, সে অনুতপ্ত হলো, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগলো এবং আল্লাহর সামনে সে লজ্জিত হলো । সে ভাংগা হৃদয় এবং মাথা নত করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ালো। তাই অনেক আনুগত্য করার চেয়ে এই পাপ তার জন্য বেশি উপকারী হয়ে উঠলো, কারণ এই পাপের জন্য তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হলো যা সেই বান্দাকে সুখ ও সাফল্যের দিকে নিয়ে গেলো। এই একটি গুনাহর অনুতাপ তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌছে দিলো।

ভালো কাজ করা সেই বান্দাটির ক্ষেত্রে যা হলো, সেই বান্দা এটা ভাবতে ভুলে গেল যে, এই যে তিনি ভাল কাজগুলো করছেন এগুলো সব হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে একটি রহমত বা দয়া। সে বরং দাম্ভিকতা এবং নিজের উপর নিজে বিস্মিত হতে লাগলো। নিজেকে নিজে সে এটা সেটা ওটা এটা নানান কিছু ভাবতে লাগলো। সে আত্মপ্রশংসায় মেতে উঠলো, নিজেকে নিয়ে নিজে গর্ব, অহংকার করা শুরু করে দিলো- এত বেশি মাত্রায় করতে লাগলেন যে এটি তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।"

Compiled from Yasmin Mogahed / https://quranreflect.com/posts/10805